নদীর মতো ক্ষরস্রোতা এক-একটি কাহিনী। বীতশোকের লুপ্ত নদী পুনরুদ্ধারের ট্র্যাজিক আখ্যান 'সহবাস পরবাস'। তীব্র ভোগবাদ, চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আর হিসেবের ম্যাজিক-সিঁড়ি কিভাবে আমাদের নৈমিত্তিক সহাবস্থানকে ভেঙে দিচ্ছে তার কাহিনী 'জন্মজুয়া'। একাগামিতা বনাম বহুগামিতা দ্বন্দ্বের আরণ্যক পুরাণ বদলি বসত। রাজনৈতিক পাশাখেলার রূপকথা 'রাজার অসুখ'। কিংবা অবদমন ও অপ্রাপ্তির তালবেতালের আখ্যান 'সওকাত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি'।

উপন্যাসের মতোই তাঁর আনায়াস সিদ্ধি ছোট গল্পেও। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে তিনি আরও বেশি সাহসী। এক-একটি গল্পে এক-একরকমের ম্যাজিক। তাঁর নিজের কথায় -

"যাদুকর যেমন বিশেষ কৌশলে আমাদের চেনাজানা কোন মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে কিংবা খন্ড খন্ড করে কেটে দেখায় তেমনি গল্পে-গল্পে প্রচল ঘটনা কাহিনী-চরিত্রকে অন্যরকম সত্যে পৌঁছে দেওয়াটাকেই গল্প-শিল্পের প্রধান কাজ হল আমি বিশ্বাস করি" ।

ভেতর-বাইরের এই কাটাছেঁড়ার জন্য অবশ্য তাঁকে পাশ্চত্য উপাদান ধার করতে হয় না। তাতে দেশীয় নানা উপাদানেরই কোলাজজাত অভিঘাত এবং কথকতা ও বৃত্তান্তধর্মীতার বিচিত্র পরিক্ষা-নিরিক্ষা।উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন কেয়ামত, সরম, সাবেরা বা নূরবুড়ি বাংলা সাহিত্যের অনন্য চরিত্র, গল্পের জগতেও তেমনি দোসরহীণ আঘোর আলি, ফরিদ কসাই, প্রেমহরি বা নিজামূ ন। বিষয়ের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। তাতে গ্রাম্য প্রান্তিক মানুষ যেমন লড়াই-সংগ্রাম প্রেম-যৌনতা-মায়া সমেত হাজির, তেমনি নাগরিক চরিত্রের অনুষঙ্গে ভেসে উঠেছে আলট্রামডার্ণ যন্ত্রনা-ক্লাইমেক্স সাসপেনস্। রূপকথার-উপকথার রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বা মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরও তাঁর ছোট গল্পের চরিত্র।

মোটকথা, নির্মাণের সততা ও স্বাতন্ত্র্যে পঞ্চাশে পা দেবার আগেই একালের একজন বিশিষ্ট কথাকার সোহারাব হোসেন। এবং বলাই বাহুল্য, এই বিশিষ্টতা অনিবার্য। সুতরাং অপরিহার্য।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশ্বমেধের ঘোড়া : পুরাণ-অনুষঙ্গে আধুনিক জীবন-সংকটের রূপায়ণ

অর্পিতা দাস[14]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-৭৯) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক। তিনি যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশবাসীকে। যুদ্ধ, খরা, বন্যা, কালোবাজারি, অর্থনৈতিক মন্দা, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতির ধাক্কায় তখন সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। আমজনতার অসহনীয় যন্ত্রণা ও দুর্দশা গভীর ছাপ ফেলেছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দীপেন্দ্রনাথের মনে। সেই সঙ্গে ছিল উদ্বাস্তু মানুষের দুরবস্থা। এদের সকলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে স্বভাবতই যুগজীবনের হতাশা, ব্যর্থতাবোধ ও সংকট-ই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে আত্ম-অন্বেষণজনিত জিজ্ঞাসাও।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে রচনা-প্রকরণের স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে তেমনই আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। পুরাণ-প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি অনেক সময়-ই আধুনিক জীবন-সংকটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' তাঁর এরকমই একটি গল্প। যে গল্পে তিনি পৌরাণিক-অনুষঙ্গকে গল্পের বিষয় ভাবনা ও পরিণতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'ছোটগল্প' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে তা পুনর্মুদ্রিত হয় বিমল কর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প' গ্রন্থ-সংকলনে।

প্রাচীন ভারতে যতগুলি যজ্ঞের কথা জানা যায় তাদের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রধান। শ্রেষ্ঠ রাজারা পুত্র কামনায় বা রাজচক্রবর্তী হয়ে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই যজ্ঞ করতেন। 'পৌরাণিক অভিধান'-এ এই যজ্ঞের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে --- "নিরানব্বইটি যজ্ঞ করবার পর, অতি সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, যা দেখতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যার মুখ সুবর্ণের তুল্য, দুই পার্শ্বে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন-অঙ্কিত, পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দফুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, হরিৎবর্ণ চরণ, কর্ণ সিন্দুরের ন্যায় রক্তিম, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, চক্ষু সূর্যের ন্যায় তেজস্কর, বেগবান ও সর্বাঙ্গ সুগন্ধ-যুক্ত, তার কপালে জয়পত্র বন্ধন করে ছেড়ে দেওয়া হোত। এই অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজারা সসৈন্যে অশ্বের অনুগমন করতেন। এক বৎসরকাল এই অশ্ব পৃথিবীর চারিদিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করত। এর অগ্রগতি কোন বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজা রোধ করতে এলে প্রমাণ হোত যে, তিনি অশ্বাধীকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষা হোত। অশ্ব ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করলে সেই দেশের রাজাকে যুদ্ধ করতে হোত কিংবা বশ্যতা স্বীকার করতে হোত। এইরূপে অশ্বের অধিকারী অন্য সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে রাজা রাজ চক্রবর্তী উপাধি লাভে সমর্থ

---

[14] *অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।*

Scanned by CamScanner